সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... ৭ ...

থানায় থানায় স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র !

গত শুক্রবার খুলনায় এক 'মতবিনিময়' সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা যাতে বন্ধ রাখতে না হয় সেজন্য দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলো থেকে 'নকল' নির্মূলের সপক্ষে দেশব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি খুলনায় আবারও বলেছেন, বিগত এসএসসি পরীক্ষায় নকলের প্রকোপ কমে যাওয়ার যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে তা যেকোন মূল্যে ধরে রাখতে হবে।

দেশের ছয়টি সিটি করপোরেশনের বাইরে থানার সংখ্যা ৫শ'র কাছাকাছি। সিটি করপোরেশনের থানাগুলো ধরলে সংখ্যাটি আরও বড় হবে। এতগুলো থানাতে স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ যে কত ব্যয়বহুল তা বোধহয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসাব করে দেখেননি। একটি থানার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে এক পরীক্ষা কেন্দ্রে বসাতে হলে যে 'স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র' নির্মাণ করতে হবে তার সাইজটা হতে হবে আলিশান এবং সেই পরীক্ষা কেন্দ্র চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ দিয়ে সজ্জিত করাটা হবে এলাহী ব্যাপার। এ ধরনের পাঁচ শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের ব্যয়ের (এবং তার কস্ট-ওভাররান) জন্য বরাদ্দ চাইলে অর্থমন্ত্রী আকাশ থেকে পড়তে পারেন। অন্যদিকে টাকা-পয়সার কথা বিবেচনা করে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোট পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় তবে মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হবে।

থানায় থানায় স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণায় একটি চমক আছে বইকি। ঝড়-বাদলার দেশে মফস্বল এলাকায় একটা বড় আকারের স্থাপনা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। তবে দুটো পাবলিক পরীক্ষার পর এসব স্থাপনা কি কাজে ব্যবহার করা হবে, তা কেউ বলতে পারবে না। এগুলো কোন ধরনের কনফারেন্স সেন্টার বা কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে– সে আশাও দুরাশা মাত্র। দেশের আনাচে-কানাচে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে কমিউনিটি সেন্টারসহ অনেক কিছুই নির্মাণ করে টাকা-পয়সা নষ্ট করা হয়েছিল। এগুলোর অধিকাংশই এখন গরু-ছাগলের আশ্রয়স্থল। এসব কোন মেরামতও করা হয়নি। বিএডিসির বহু গুদাম এখন শূন্য 'গোয়াল'। স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করার আগে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা অর্থ অথবা শিক্ষার জন্য দেয়া বিদেশী ঋণ-অনুদানের সদ্ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

একথা ঠিক পাবলিক পরীক্ষার সময় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোয় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এগুলোর বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষার জন্য দখল করে রাখা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরেকটি নতুন উপসর্গ জুটেছে। পাবলিক পরীক্ষাগুলো চলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। মাস পার করে দেয়াই নিয়মে পরিণত হয়েছে।। ফলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোর শিক্ষা কর্মসূচি বিপর্যস্ত হয়। আগেরদিনে পরীক্ষা সাধারণত এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে শেষ করে দেয়া হতো। এক দিনে দুটো পরীক্ষা দেয়া এবং পরপর প্রতিদিন পরীক্ষা দেয়াটাকেও 'পরীক্ষার অংশ' বলে বিবেচনা করলে সমস্যাটা কমে যায়।

থানায় থানায় স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করার ক্ষমতা থাকলে তা নিশ্চয়ই ভাল হতো। তবে আর্থিক বিবেচনাটা এ গরিব দেশে বড় একটি বিষয়। তাছাড়া ভবনের ইউটিলিটিও বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যদিকে থানা বা উপজেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'হল'গুলো সম্প্রসারণ করে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমান সরকার উপজেলা পদ্ধতি চালু অথবা উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেবে বলে মনে হয় না। ফলে অনেক প্রাক্তন উপজেলা ভবনও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরেক সেট অলস কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ না করাই ভাল।